আবার শিশুশিক্ষা

শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়

অনুষ্টুপ প্রকাশনী
২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

সূ চি

কথারম্ভ	১৩
বাজারে কে কার	১৮
‘নিষ্কাশন’ ও ‘সংশোধন’	৩৩
অবিশ্বাস্য এক সংবদল	৪৭
রাম, শ্যাম, যদু, মধু, ও গোপাল-রাখাল	৫৫
‘চোখও অনুভব করে যেন ছন্দবিদ্যুৎ’	৮৬
উপসংহার	১৩৫
প্রমাণপঞ্জি	১৪০

কথারম্ভ

কান দিয়ে বাংলা শোনার চল আজকাল অনেকটা হ্রাস পেলেও নিচের ৬ পঙ্‌ক্তি নিশ্চয় বহু বাঙালির কানে এখনও লেগে :

আলো হয়,
গেল ভয়।
চারি দিক
ঝিকি মিক্।
বায়ু বয়
বনময়।

এতেই বোধহয় চার মাত্রার ছিপছিপে চলনের সঙ্গে ছাপার অক্ষরে অনেকের প্রথম পরিচয়। দাঁড়ালে সাহস করে আলোময় সমীরণে, (শহরের কোণ ছেড়ে, খোলামেলা প্রান্তরে) হয়তো বা হাড়পাকা নাগরিকও বাজায় সাজায় মনে দুয়ে দুয়ে চার ওই পদ্য—কে জানে। আমাদের কিন্তু ছোট্ট ও কবিতার স্মৃতি উসকে দিয়েছে এ-কটি চরণ :

ঝড় বয়   বড় ভয়
রণ জয়   ধন রয়।

দুয়ের মধ্যে মিল বলতে ছন্দ এবং 'ভয়' শব্দ। এবাদে, পাশাপাশি রাখলে দুটিকে, মুগ্ধ হই আমরা চতুর্মাত্রিক (অর্ধ) কাহারবার বোলস্পন্দে, বোলরকমেও। তবে কিনা, বক্তব্যের বিচারে, প্রথম দফায় যদি ঘোচে ভয়, তাহলে, দুয়ের দফায় বেশ গাঢ় হয় তা—এতই গাঢ় যে ভয়ের অভিঘাতে আপনা হতেই উদ্‌গত হয় যুদ্ধ এবং বিত্ত বিষয়ক সদ্‌পরামর্শ। প্রতিতুলনার

ক্ষেত্র বেশ আয়ত হলেও দু-পাঠের ভেতর রয়েছে গোপন এক যোগসূত্রও—দুই পদ্যই হাতেখড়ি-পাওয়া বাচ্ছাদের ভাষাকল্যাণ উদ্দেশ্যে প্রণীত—'ভয়-ভাঙানিয়া' ছত্রগুলি আছে ১০ মে, ১৯৩০-এ প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের *সহজপাঠ* প্রথম ভাগ প্রথম পাঠে আর 'ভয়-জাগানিয়া'গুলি ১৮৪৯-এ প্রকাশিত মদনমোহন তর্কালঙ্কারের *শিশুশিক্ষা* প্রথম ভাগ ষষ্ঠ পাতে।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি—সেপাইরা তখনও কোম্পানি-শাসন নিয়ে তাদের নালিশ সরকারিভাবে দায়ের করেনি। বলার তখনও সময় আসেনি : 'হঠাৎ দেশে উঠল আওয়াজ হো হো হো হো হো!/ চমকে সবাই তাকিয়ে দ্যাখে সিপাহী বিদ্রোহ!' বঙ্কিমচন্দ্রের *আনন্দমঠ*-ও (১৮৮২) দূর অস্ত্।

দূরে-কাছে থেকে থেকেই গ্রাম-পতনের শব্দ উঠছে বটে, তবে নগর কলকাতা তখন ভালোই কল্লোলিনী—বাংলাভাষীদের একাংশ সেখানে যাপনের নতুন ছন্দ-অঙ্ক উদ্ভাবনে উদ্গ্রীব। অকর্মণ্য অলাল আলালদের বাবুগিরি, তাদের আবদেরে দুলালদের দুঃসহ ইতরামি থেকে তফাত অন্য এক জীবন-আঙ্গিক গড়বার স্পৃহা ক্রম-তীক্ষ্ণ হচ্ছে বাঙালি সমাজের মধ্যমণ্ডলে। আর তা হচ্ছে বলেই মধ্যম গোষ্ঠীর মনুষ্যরা ভবিষ্যৎমুখীও—বড়মানুষদের মতো এক রাতের জলসায় উজাড় হওয়ার বেহেড ফুর্তি নয়, নেশার নিশি-ডাকে অসাড়ে সাড়া দেওয়া নয়, ভোগের চরমে নিজেকে নিঃশেষ করা নয়, গরিবগুর্বোদের মতো দিন এনে দিন খেয়ে অকাতরে ফুরিয়ে যাওয়াও নয়, তাঁদের অভীষ্ট তখন এমন এক 'আত্ম-সংরক্ষণে'র পন্থা যা 'আত্মতা'র ধারণাকেই জিইয়ে রাখে। অভিপ্রেত তাঁদের ধারণ-ক্ষম 'উদ্বৃত্ত'। জমছে অতিরেকী এক চাড়; দরকার, সে চাড়কে বাঁচিয়ে রাখা; কেবল ফলন্ত 'বাড়তি'র নির্মাণ নয়, দরকার তা সঞ্চয় করার সামর্থ্য-ও। স্রেফ ট্যাঁকের জোরে সে-সামর্থ্য আসে না। এলে কবেই তো চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রসাদে পুষ্ট নন্দনরা উড়নচণ্ডেপনা ত্যাগ করে শুধরে নিত বস্তু-অপচয়ের বদরোগ, রপ্ত করে নিত সফলতার সদুপায়।

ঔপনিবেশিক অর্থনীতির রহস্যই তো এই, সুসভ্যতার শত সুসমাচার সত্ত্বেও, চমৎকারি এক অনর্থকতায়, ভরণকর্তা সেখানে অহরহই হরণকর্তা—দেশীয়দের একাংশে এক হাতে অঢেল বিত্ত বিলিয়ে সঙ্গে সঙ্গে অন্য হাতে সে বিত্ত ফিরিয়ে নেওয়াই রাজাপুরুষদের কেতা। শাদাদের টাকার মতো

কালোদের টাকা ঘুরে বেড়াতে পারে না দেশে-বিদেশে, নিয়োজিত হতে পারে না ক্ষেতে-ক্ষেত্রান্তরে। কিন্তু আবার, ওই ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার জেরে, সময়-আবহেই খুলেছে, খুলছে যোগাযোগ স্থাপনের নানান নতুন উপায়, পাকা হচ্ছে লোক-চলাচলের অভিনব সব পন্থা—১৮৫৩-য় চালু হয়েছে ট্রেন, দিন-প্রতিদিন প্রসার যেমন তেমন কদর বাড়ছে বাষ্পতাড়িত লৌহচক্রশকটের। তারও আগে অষ্টাদশ শতকের ৭-এর দশকে এসেছে মুদ্রণযন্ত্র—কেবলই বাড়ছে ছাপাখানায় বিভিন্ন মাপ-ছাঁদ-কিসিমের সচল-বিচল সাঁট। মধ্যম গোষ্ঠীর (কালবেত্তা) সদস্যদের কাছে একাকার ক্রমশ (১৮৩৫-এ লাগু কোম্পানির ইংরেজি শিক্ষার প্রথম প্রতিশ্রুতি) 'সামাজিক সচলতা' ও 'type'-এর সারবন্দি সচলতা। উদ্যমী মাধ্যমিকদের কীর্তি ও অভিলষিত সচ্ছলতার ভর তাই অর্থ নয়, ভর, 'বই'। তাঁদের বিপন্নতারও।

ছাপাঘরের অক্ষরডালার কেরামতি হল তার মারফত পরিবেশিত 'লিখন'-এর হরফসাজে শৃঙ্খলা থাকে। হাতে লেখার ব্যক্তিক এলোমেলো ভাব নেই তাতে; পুঁথিলিপিকরের চর্চিত হস্তলেখের চাইতেও ঢের সুনিয়ন্ত্রিত, সংস্থানিক সুষমা কায়েমে ঢের চৌখস ছাপাই আখরমালা। এর অতিরিক্ত, ছাপা বহির ব্যাপকতা খুঙ্গিপুঁথি ইত্যাদির তুলনায় অনেক বেশি—একের অনন্তর বহুত্ব-প্রাপ্তি বা self-multiplicity, মুদ্রণ জাদুবিদ্যার সবচেয়ে বড়ো তাজ্জব। অতএব সন্দেহ কী, বইয়ের (নির্বিকার) ধারণ ও (সহজিয়া) পুনঃ পুনঃ প্রসব-ক্ষমতার যোগফলে, তার আবির্ভাব-লগ্নে, 'সাক্ষরতা' সম্বন্ধে জাগবে নতুন বিস্ময়, 'লিখন'-এ চারিত হবে সম্ভ্রমের অন্য এক বোধ। 'লিখন' তো আর 'মুখের কথা' নয়, এক ফুঁয়ে উড়ে যাওয়ার জিনিস নয়—অনড় তা; এবং অনড় বলেই ফেরতযোগ্যও। ফিরে পড়া যায় লেখা, কাটাকুটি করা যায় তার ওপর, মর্জি মতো সংস্কার করা যায় তার। এর ওপর বই বানাবার প্রকৌশল যদি এমন কিছু লোকের হাত-আওতায় চলে আসে, যাদের অন্তরে ক্রম-স্ফুট হচ্ছে আত্ম-মুদ্রণের আকুলতা, তাহলে তো সোনায় সোহাগা। প্রযুক্তি হাজির অথচ ইস্তেমালের লোকবল নেই, নেই যোগ্য কারিগর, এমন দুর্ঘটনা মানবেতিহাসে প্রায়শ ঘটে—আর তখনই আসে ইতিহাসের মলমাস। আমাদের অশেষ সৌভাগ্য যে, অন্তত 'বই'-কে ঘিরে উনিশ শতকের